INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি: এক অনুসন্ধান

* ঋত্বিক ভট্টাচার্য

https://doi.org/10.5281/zenodo.18115808

Abstract:

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা (Indian Knowledge System/I.K.S) বহু শতাব্দী প্রাচীন এক জ্ঞানচর্চা। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এর মূল প্রোথিত রয়েছে দর্শন, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক পরম্পরার মধ্যে। এর থেকে এই বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার যে দার্শনিক ভিত্তি তা বহুমাত্রিক। ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বের কাছে এক অন্যতম প্রাচীন ও সমন্বিত দার্শনিক পরম্পরা। যদিও ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার বিভিন্ন দিক স্বাধীনভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে কিন্তু এর দার্শনিক ভিত্তি সামগ্রিক রূপে বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা খুব বেশি হয়নি। এই গবেষণা পত্রে মূল উদ্দেশ্য হল ভারতীয় জ্ঞানপদ্ধতির(IKS) প্রধান উপাদান গুলির ভিত্তি বিশ্লেষণ করা। এটি উদ্দেশ্য হওয়ার কারণ হলো এই যে, ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এটি সমগ্রতাবাদী। পশ্চিমী জ্ঞানচর্চা বহুক্ষেত্রেই দ্বৈততত্ত্ব বা বিষয়বস্তুর বিভাজনকে অনুসরণ করে। কিন্তু ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা (I.K.S) সকল কিছুকেই একত্রে বিবেচনা করে। গবেষণা পত্রটি গুণগত পদ্ধতি ও মূল গ্রন্থ সময়ের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই গবেষণার মাধ্যমে একটি বিষয় অত্যন্ত প্রাঞ্জল যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের অভিযানে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

মূল শব্দ : ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা, জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, সমগ্রতা, প্রমাণ দর্শন।

** সহকারী অধ্যাপক, কবি জগদ্রাম রায় গভর্নমেন্ট ডিগ্রী কলেজ*

ভূমিকা (Introduction) :

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা হল মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অন্যতম প্রাচীন বহুমাত্রিক জ্ঞান ভান্ডার যা আমাদের সমৃদ্ধ করে ঋদ্ধ করে।[১] সভ্যতার বয়স যত বাড়বে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার কদর ততোই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এই ভান্ডারের খনন কার্য যত চলবে ততই আধুনিক সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। কেননা, এই অস্থির সময়ে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার দর্শনই বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে, "*বসুধৈব কুটুম্বকম*" (সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবার)।[২] ভারতীয় জ্ঞানচর্চা ভারতীয় দর্শনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এর সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গি। মানব সমাজ প্রকৃতি ও সমগ্র বিশ্ব চরাচরকে একসূত্রে গেঁথে ফেলার এক অদেখা অমোঘ দার্শনিক শক্তি। সেইজন্যই ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার(I.K.S) চর্চার মধ্যে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় চিন্তার উল্লেখ পর্যাপ্ত নয় বরং দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ভাষাতত্ত্ব, গণিত, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা, আয়ুর্বেদ এবং সর্বোপরি মানব মুক্তির বিভিন্ন পথও এই আলোচনার পরিধির বহির্ভুত নয়।[৩] কেননা, ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার এই পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে মূলত বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক, সাহিত্য, ছয়টি দর্শন (ষড়দর্শন), বৌদ্ধ, জৈন দর্শন, পাণিনির ভাষাতত্ত্ব, আয়ুর্বেদ, যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত এবং পরবর্তী মধ্যযুগীয় ও আধুনিক দার্শনিক গ্রন্থ সমূহ থেকে। তাই এই সমন্বিত চিন্তা ভাবনায় ভারতীয় দর্শন অনুশীলনকে অপ্রতিম করে তুলেছে।

ভারতীয় জ্ঞানচর্চার ধারাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এ কথা বুঝতে পারব যে এটি মূলত তিনটি দৃঢ় স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তিনটি স্তম্ভ হল জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা ও নৈতিকতা।[৪] বৈদিক যুগে যেখানে জ্ঞান চর্চা মূলত ছিল ঈশ্বরের সত্তাকে প্রকৃত রূপে জানা সত্যের উপলব্ধি এবং ব্যক্তির কর্তব্যবোধের সঙ্গে যুক্ত সেখানে উপনিষদীয় যুগে জ্ঞান হয়ে উঠলো আত্ম অনুসন্ধান চেতনার প্রকৃতি নির্ণয় এবং বস্তুরূপী জগতের পরম স্বরূপ অনুসন্ধানের পথ।

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার (I.K.S) একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এটি সমগ্রতাবাদে বা সমন্বয়বাদে আস্থা রাখে। এখানেই এটি পশ্চিমী জ্ঞান চর্চার সাথে পৃথক হয়ে যায়। বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গবেষকদের মধ্যে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা-কে কেন্দ্র করে এক নব জাগরণের উদ্দেশ্যে অদম্য কৌতূহলের উন্মেষ ঘটেছে। সেইজন্য এই গবেষণা পত্রের মূল লক্ষ্য হলো ভারতীয় জ্ঞানদর্শনের অন্তরে যে দার্শনিক পরিকাঠামো বিশেষ করে জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, নীতিতত্ত্ব, রয়েছে তা সামগ্রিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা নির্ণয় করে যা আগামীর পথ নির্দেশ করতে পারে।

বর্তমান সময়ে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা শিক্ষায় পুনরায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে। তাই এই গবেষণা নিবন্ধের উদ্দেশ্য হল, ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার মৌলিক দার্শনিক ভিত্তিকে পুনরায় আবিষ্কার এবং তার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা নিয়ে আমরা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় পর্যায়ে প্রচুর সাহিত্যের সন্ধান পেয়ে থাকি। তবে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার দর্শনমূলক ভিত্তি বুঝতে হলে প্রথমেই বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ, বেদান্ত, স্মৃতি-সংহিতা মহাভারত, গীতা এবং পরবর্তী দার্শনিক শাস্ত্র গুলির দীর্ঘ ঐতিহাসিক দার্শনিক যে ধারা তাকে বিবেচনা করতে হয়। যা এই স্বল্প পরিসরে বিস্তারিত করা সাধ্যাতীত। ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা যে মূলত সমন্বয়ধর্মী তা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। বহু গবেষকের ব্যাখ্যাতেই তা সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। তবে এই সকল সাহিত্য সমূহের একটি বৃহৎ অংশ নির্দিষ্ট কোন শাখার উপর যেমন যোগ দর্শন, আয়ুর্বেদ, ন্যায় দর্শন, বেদান্ত, পাণিনিয় ব্যাকরণ বা জ্যোতির্বিজ্ঞান এই সংক্রান্ত আলোচনা। তবে ভারতীয় জ্ঞান সংক্রান্ত যে আলোচনা তার দার্শনিক ভিত্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণামূলক পত্র অপেক্ষাকৃত কম। এই সাহিত্য সমীক্ষায় মূলত সেই সকল গ্রন্থ ও গবেষণা আলোচিত হয়েছে যেগুলি এই গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন যা হলো, "ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি: এক অনুসন্ধান"।

Literature Survey (সাহিত্যভিত্তিক গবেষণা):

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার প্রাথমিক উৎস হিসেবে বৈদিক সাহিত্যকে বিভিন্ন গবেষক গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। রাধাকৃষ্ণণ তাঁর Indian Philosophy (Vol. 1) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ঋগ্বেদ ও উপনিষদে যে জ্ঞানসংক্রান্ত ধারণাগুলি প্রকাশ পেয়েছে—যেমন ঋত, সত্য, ব্রহ্ম, আত্মা—এসবই পরবর্তী দর্শনচিন্তার ভিত্তি *("The fundamental concepts of the*

Vedas—ṛta, satya, brahman, ātman—form the groundwork of all subsequent Indian philosophical thought."— S. Radhakrishnan, 1927, p. 71)[৫]। রাধাকৃষ্ণণের গ্রন্থ Indian Philosophy IKS-এর দার্শনিক চিন্তাকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে দেখায় যে, উপনিষদীয় ব্রহ্ম-আত্ম ঐক্যবোধ জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র ও মুক্তির ধারণাকে একটি সমন্বিত কাঠামো দেয় *("The Upanishads develop the Vedic insight into the unity of Brahman and Ātman, which becomes the central pillar of Indian metaphysics and ethics."— S. Radhakrishnan, 1927, p. 153)*[৬]। আবার S. N. Dasgupta তাঁর A History of Indian Philosophy (Vol. 1) (1975) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ঋগ্বেদের ঋতের ধারণা পরবর্তীকালে ধর্মের ধারণার রূপ নেয় এবং উপনিষদের ব্রহ্ম ও আত্মার ধারণা পরবর্তীকালে বেদান্ত যুগ সাংখ্য দর্শনের স্থাপন করে *("The Vedic notion of ṛta gradually develops into the later concept of dharma, becoming the moral foundation of Indian life and thought."— S. N Dasgupta, 1975, p. 18)*[৭]। এইসকল গ্রন্থে মূলত IKS-এর metaphysical ও ontological ভিত্তি তুলে ধরে, তবে এগুলোতে আধুনিক প্রেক্ষাপটে IKS—এর প্রয়োগ কিরূপে হবে সেই আলোচনার অবসর রয়েছে।

শ্রীমৎ ভগবদ্ গীতাও ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আকর গ্রন্থ। রাধাকৃষ্ণন গীতার ব্যাখ্যায় The Bhagavadgītā: With an introductory essay, Sanskrit text, English translation and notes. গ্রন্থে বলেছেন গীতা হল একটি এমন গ্রন্থ যেখানে নীতিবিদ্যা ও আধ্যাত্মিকতার এক অদ্ভুত মিশেল রয়েছে, যেখানে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের দ্বারা মানব জীবনের নৈতিক উন্নয়নের একটি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে *("The Gita offers a harmonious synthesis of knowledge, action, and devotion, making it a practical guide for moral and spiritual life."— S. Radhakrishnan, The Bhagavadgītā, 1948, p. 56)*[৮]। গীতার স্বধর্ম, নিষ্কামকর্ম, যোগ ও সমদৃষ্টি এই ধারণা গুলি ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করতে সাহায্য করে রাধাকৃষ্ণনের মতে গীতা ভারতীয় জ্ঞানচর্চার একটি সামগ্রিক নৈতিক দর্শনকে উপস্থাপন করে। B. K. Matilal তাঁর Logic, Ethics and Epics: The Morality of the Mahābhārata গ্রন্থে ভারতীয় নৈতিক দর্শনকে আধুনিক নৈতিক তত্ত্বের দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় দর্শনের মৌলিক চরিত্র—virtue ethics, duty ethics এবং consequence ethics—এই তিনটির সমন্বয় *("Indian moral thought is a complex blend of virtue ethics, duty ethics and consequential ethics; none of these stands isolated from the other."— B. K Matilal, 1989, p. 17)*[৯]। তাঁর মতে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা এই তিন দৃষ্টিভঙ্গিকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করে একটি বাস্তবমুখী নৈতিক কাঠামো প্রদান করেছে। গীতার নৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ, যুক্তিশীলতা, এবং আধ্যাত্মিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, এবং বেদান্ত—এই ছয় দর্শনের মধ্যে বিভিন্ন গবেষক epistemology ও metaphysics-এর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বি. কে. মতিলাল (1986) তাঁর Perception: An Essay on Classical Indian Theories of Knowledge- এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে ১১০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কার ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শন চিন্তা কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই গ্রন্থে লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শনকে আধুনিক দর্শনের পরিমণ্ডলে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার মূল ভিত্তি হল প্রমাণ পদ্ধতি *("Classical Indian philosophy places pramāṇa, the theory of valid cognition, at the very foundation of philosophical inquiry."— B.K. Matilal, 1986, p. 3)*[১০]। লেখক জোরালোভাবে বলেন যে, এই জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা অধিবিদ্যা (metaphysics) ও সত্তাতত্ত্বের (ontology) আলোচনার পূর্বে হওয়া উচিত *("One of my aims is to show that the classical Indian theories of knowledge can be meaningfully compared with*

and incorporated into the contemporary philosophical framework."— B.K. Matilal, 1986, p. xi Preface)[১]। এই পদ্ধতিটি ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থাকে (IKS) উপলব্ধির জন্য অত্যাবশক।

এই গ্রন্থে লেখক স্বয়ং একাধিকবার একথা স্বীকার করেছেন যে আধুনিক দর্শনের সাথে সমন্বয় সাধন করবার সুযোগ এই গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট রয়েছে। যে গবেষণা ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে।

সাম্প্রতিককালে ভারত সরকার (AICTE, 2020; Ministry of Education, 2021) IKS-কে শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। তাঁদের বিভিন্ন রিপোর্টে IKS-কে holistic knowledge system হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—যেখানে environment, sustainability, ethics, yoga, ayurveda এবং value-based education-কে একত্রিত করা হয়েছে *("The Indian Knowledge Systems (IKS) initiative aims to integrate India's ancient knowledge traditions with modern education, emphasizing holistic and multidisciplinary learning including environment, sustainability, ethics, yoga, Ayurveda and value-based education."— AICTE, Indian Knowledge Systems (IKS) Cell – Vision Document, 2020, p. 3)*[২]।

গবেষণার শূন্যস্থান (Research Gap)

উপরে আলোচিত সাহিত্য বিশ্লেষণ (Literature Review) করলে দেখা যায় যে, উক্ত বিদগ্ধ পন্ডিতদের রচনায় বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ, গীতা এই সকল বিষয় আলোচনা হলেও এই বিশাল গবেষণার ধারায় এখনো কিছু বিষয় এমন রয়ে গেছে যেখানে সুস্পষ্ট গবেষণার শূন্যতা বিদ্যমান। সেই শূন্যতাই এখনো নতুন গবেষণার প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে।

আধুনিক গবেষণা শিক্ষা ও সমাজে IKS-এর ব্যবহারিক দিক নিয়ে কাজ হয়ে চলেছে। কিন্তু এগুলোর সমন্বিত বিশ্লেষণ—অর্থাৎ IKS-এর epistemology, metaphysics এবং ethics—এই তিনটি মিলিতভাবে এক কাঠামো হয়ে কীভাবে আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা যায়— এই দিকটি এখনো পর্যাপ্তভাবে গবেষিত নয়। এই গবেষণাপত্র সেই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিষ্ঠা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এখন যে প্রশ্নগুলি সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয় তাহল, প্রথম: ঋগ্বেদ উপনিষদ ও ভগবদ্ গীতায় প্রকাশিত জ্ঞান সত্য ঋত, ব্রহ্ম-আত্মা ও নৈতিকতার ধারণা গুলি কিভাবে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার একটি সমন্বিত দর্শনমূলক ভিত্তি নির্মাণ করে?

দ্বিতীয়: ঋগ্বেদের 'ঋত–সত্য' ধারণা কীভাবে পরবর্তী উপনিষদীয় 'ব্রহ্ম–আত্মা' তত্ত্বের বিকাশে দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে?

তৃতীয়: উপনিষদীয় জ্ঞানতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব কীভাবে ভগবদ গীতার নৈতিক–কর্মদর্শনকে প্রভাবিত করেছে?

চতুর্থ: বৈদিক–উপনিষদীয়–গীতার ধারাবাহিকতায় যে সামগ্রিক জ্ঞানের কাঠামো গঠিত হয়, তা Indian Knowledge System-এর মূল নৈতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে কতখানি প্রতিফলিত করে?

পঞ্চম: Indian Knowledge System–কে একটি সমন্বিত নৈতিক–epistemic–spiritual system হিসেবে বোঝার জন্য কোন দর্শনীয় উপাদানগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

ষষ্ঠ: IKS-এর এই দার্শনিক ভিত্তিগুলি আধুনিক নৈতিকতা, শিক্ষাতত্ত্ব, মানবমূল্যচর্চা ও সামাজিক উন্নয়নে কীভাবে প্রযোজ্য হতে পারে?

সপ্তম: 'ঋত' ধারণা কি শুধুই মহাজাগতিক নিয়ম, নাকি এটি প্রাচীন ভারতীয় নৈতিকতার প্রথম রূপায়ণ—এ বিষয়ে পাঠতাত্ত্বিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ কী নির্দেশ করে?

অষ্টম: উপনিষদের 'আত্মানুভব' ও গীতার 'যোগ'—এই দুইটি ধারণা কি এক অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানব্যবস্থার (experiential epistemology) ভিত্তি?

নবম: Indian Knowledge System–এ জ্ঞান, নৈতিকতা ও মুক্তি–এর সম্পর্ক কোন দার্শনিক কাঠামোয় সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে?

Research Methodology (গবেষণা পদ্ধতি)

এই গবেষণাপত্র মূলত গ্রন্থভিত্তিক (textual) ও ধারণাভিত্তিক (conceptual) বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি নির্ণয়ের জন্য প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতীয় গবেষকদের আলোচনাকে পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার প্রাথমিক (primary) উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে- ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, সামবেদ-এর নির্বাচিত সূক্ত; উপনিষদসমূহ; ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও স্মৃতিগ্রন্থ-যেগুলিতে জ্ঞান, বোধ, নৈতিকতা, সত্তা ও বিশ্ব-ব্যবস্থার (cosmic order) ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় (secondary) উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে- আধুনিক গবেষকদের রচিত গ্রন্থ যেমন রাধাকৃষ্ণন, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, হিরিয়ান্না, প্রমুখ। আন্তর্জাতিক জার্নাল, গবেষণাপত্র, তুলনামূলক দর্শন সংক্রান্ত রিভিউ আর্টিকেল, IKS (Indian Knowledge System)-এর সমসাময়িক কাঠামো নিয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC), AICTE ও IGNCA-র প্রকাশিত গবেষণা নথি।

তথ্য সংগ্রহের সময় মূলত পাঠ বিশ্লেষণ, annotation, comparison ও cross-reference-এর সাহায্যে প্রয়োজনীয় দার্শনিক ধারণাগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে—যেমন ঋত, সত্য, ধর্ম, ব্রহ্ম, আত্মা, প্রমাণ, মুক্তি, জ্ঞান, বোধ, তত্ত্ব, পুরুষ-প্রকৃতি ইত্যাদি।

এই গবেষণায়—প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মূল শব্দ, মন্ত্র, বাক্য ও দার্শনিক সূত্র পুনরায় পাঠ করে সেগুলিকে ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সংস্কৃত শব্দের প্রকৃত অর্থ, রূপান্তর, এবং দর্শনগত তাৎপর্য বুঝতে। তুলনামূলক পদ্ধতির (Comparative Method) দ্বারা বেদ-উপনিষদের ধারণা শাস্ত্রীয় দর্শনের দার্শনিক ব্যাখ্যা এবং আধুনিক ব্যাখ্যা—এই তিনটিকে তুলনামূলকভাবে বিচার করা হয়েছে। বিশেষত "ঋত-সত্য-ধর্ম" ধারণার বিবর্তন, "ব্রহ্ম-আত্মা" তত্ত্বের বিকাশ, এবং প্রমাণতত্ত্বের ব্যাখ্যার পার্থক্যগুলো তুলনামূলকভাবে গবেষণা করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থ ও আধুনিক ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত অনুমান, সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাব্য অসঙ্গতিগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা কীভাবে প্রাচীন জ্ঞানকে নতুন আদর্শে ব্যাখ্যা করেছেন, IKS-এ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন ধারণার সরলীকরণ হয়েছে, অথবা কোন ক্ষেত্রে দর্শনকে অনুপযুক্তভাবে "আধ্যাত্মিক" বা "ধর্মীয়" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সমালোচনামূলক অবস্থান গবেষণাকে কেবল বর্ণনাত্মক না রেখে একটি বিশ্লেষণাত্মক ও প্রশ্নভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

এই গবেষণার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হল ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তিকে বৈদিক, উপনিষদীয় ও শাস্ত্রীয় দর্শনের আলোকে বিশ্লেষণ করা। নির্ধারিত গবেষণা-প্রশ্নগুলির আলোকে এবার আলোচনা এগিয়ে নেওয়া হলো—

বৈদিক ও উপনিষদীয় সাহিত্যে যে জ্ঞান-সংক্রান্ত মৌল ধারণাগুলি (যেমন ঋত, সত্য, ব্রহ্ম, আত্মা) প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলি কীভাবে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে? এই প্রশ্নের অনুসন্ধানে প্রথমেই স্পষ্ট হয় যে ঋগ্বেদে উদ্ভূত 'ঋত' ধারণা ভারতীয় জ্ঞানচিন্তার প্রথম দার্শনিক ভিত্তি *("The concept of ṛta in the Vedas denotes not only the cosmic order but also the moral order which sustains human conduct."— S. Radhakrishnan, 1927, p.117)*।[13] ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, তপঃ থেকে জন্ম নিল ঋত ও সত্য—বিশ্বব্যবস্থা ও সত্য (ঋগ্বেদ ১০.১৯০.১)। 'ঋত' শুধু মহাজাগতিক নিয়ম নয়; এটি মানুষের নৈতিক আচরণের সার্বজনীন মানদণ্ড। তাই জ্ঞানকে শুধুমাত্র তথ্য বা অভিজ্ঞতার সমষ্টি হিসেবে নয়, বরং নৈতিক-উপযোগী ও সত্যভিত্তিক বলে বিবেচনা করা হয়। উপনিষদে এসে এই জ্ঞানচিন্তা আধ্যাত্মিক ও metaphysical স্তরে উন্নীত হয়। মুণ্ডক উপনিষদে তাই বলা হয়েছে, সত্য ও তপস্যার দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় ("সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা" মুণ্ডক উপনিষদ ৩.১.৫)। 'সত্য' ধারণা অদ্বৈত সত্যের সন্ধানে রূপান্তরিত হয় এবং 'ব্রহ্ম'-কে সর্বোচ্চ পরমসত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

এই অনুসন্ধান থেকে স্পষ্ট হয়—ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা মূলত "সত্য" অনুসন্ধান, চেতনা-প্রতিফলন ও সত্তার অভ্যন্তরীণ

উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে বৈদিক-উপনিষদীয় চিন্তা IKS-এর মূল দার্শনিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় দর্শনগুলি কীভাবে জ্ঞান, সত্য ও চেতনা নিয়ে পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে? ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা এবং বেদান্ত—এই ছয় দর্শন একে অপরের থেকে আলাদা হলেও, জ্ঞানতত্ত্ব ও মোক্ষতত্ত্ব বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি IKS-এর কাঠামোকে সুস্পষ্ট করে। ন্যায় দর্শন প্রমাণতত্ত্বের মাধ্যমে জ্ঞানের যৌক্তিক বৈধতা নির্ধারণ করেছে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চার প্রমাণের বিশ্লেষণ দেখায় যে জ্ঞানকে কঠোর যুক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

বৈশেষিক দর্শন বাস্তব জগতের বিশ্লেষণের মাধ্যমে জ্ঞানকে বস্তু-ধর্ম-সম্বন্ধ বোঝার পথে নিয়ে যায় *("The Vaiśeṣika system is primarily an ontology; it analyses reality by classifying substances and their qualities and explains knowledge as the apprehension of these substance-quality relations." — K.H Potter, 1995, p. 64)*।[১৪] সাংখ্য জ্ঞানকে পুরুষ-প্রকৃতির দ্বৈত কাঠামোর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে *("Sāṃkhya explains the world through the dual principles of puruṣa and prakṛti, and all knowledge is understood through the interaction between these two."— Hiriyanna, 1993, p. 212)*।[১৫] যোগ জ্ঞানকে চিত্তবৃত্তির নিরোধ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে ("Yoga regards true knowledge as arising when the fluctuations of the mind (*citta-vṛtti*) are stilled, leading to direct experiential insight."— S. Radhakrishnan, 1927, p. 370)।[১৬] মীমাংসা বৈদিক বাক্যের অর্থ ও জ্ঞানমূল্য ব্যাখ্যা করে, শব্দপ্রমাণের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করে *("For the Mīmāṃsā, the Vedic sentence is eternal and authoritative; verbal testimony (śabda-pramāṇa) is upheld as an independent and reliable source of knowledge."— G. Jha, 1983, p. 21)*।[১৭] বেদান্ত আত্ম-ব্রহ্ম সম্পর্ককে উপলব্ধির পথে জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্দেশ করে *("Vedānta teaches that knowledge attains its highest fulfilment in the realization of the identity of the individual self with Brahman."— S. Radhakrishnan, 1927, p. 428)*।[১৮] এই প্রশ্নের আলোচনায় উঠে আসে যে IKS-এর দার্শনিক ভিত্তি কেবল আধ্যাত্মিক নয়; গভীর যুক্তিপূর্ণ ও পদ্ধতিগত, যা প্রাচীন ভারতের চিন্তাকে বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক মাত্রা দেয়।

এখন প্রশ্ন হল, IKS-এর দার্শনিক ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক-নৈতিক-যুক্তিবাদী দিকগুলির কী ধরনের সমন্বয় বিদ্যমান? এই অনুসন্ধান IKS-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে যা হল সমন্বয়বাদ (integrative holism)। ভারতীয় জ্ঞানচিন্তায় যুক্তি ও আধ্যাত্মিকতা দুটি বিপরীত মেরু নয়। বরং—উপনিষদে সত্য-সন্ধান যুক্তির সঙ্গে অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে *("The method of the Upanishads is neither mere reasoning nor mere mysticism; it is a union of rational inquiry and direct spiritual experience."— S. Radhakrishnan, 1927, p. 150)*।[১৯] ন্যায়ে যুক্তিবাদ প্রাধান্য পেলেও নৈতিকতা ও ধর্মের মূল্য অস্বীকার করা হয়নি ("Nyāya is fundamentally a logical science, yet it does not reject the ethical and religious values which guide right action."— M. Hiriyanna, 1993, p. 296)।[২০] যোগে অন্তর্জ্ঞান, অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ ও মানসিক শৃঙ্খলা জ্ঞানের অংশ *("Yoga emphasizes inner discipline; knowledge arises when through self-control the mind becomes a fit instrument for direct insight."— S. N. Dasgupta, 1975, p. 228)*।[২১] এই বিশ্লেষণ দেখায়—IKS এমন এক জ্ঞানব্যবস্থা যার মূলভিত্তি যুক্তি, নৈতিকতা ও চেতনার সমন্বয়ে গঠিত। এটি পাশ্চাত্য দ্বৈত-বিভাজনমূলক জ্ঞানধারার তুলনায় অনেক বেশি সামগ্রিক *("Unlike the Western tendency to separate reason from intuition, Indian philosophy represents a synthesis where the two complement rather than oppose each other."— K.H. Potter, 1995, p. 12)*[২২]।

আধুনিক Indian Knowledge System-এর ব্যাখ্যায় কোন কোন দার্শনিক মাত্রা উপেক্ষিত বা অপর্যাপ্তভাবে বিশ্লেষিত থাকে?

এই প্রশ্নের আলোচনায় দেখা যায় যে সমসাময়িক IKS আলোচনা অনেকটাই কার্যকরী, মূল্যভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাখায় সীমাবদ্ধ। প্রাচীন প্রমাণতত্ত্ব, যুক্তিক্ষেত্র, hermeneutics বা ভাষাতত্ত্ব—এসব দার্শনিক মাত্রা আধুনিক আলোচনায় কম গুরুত্ব পায় *("Much of the contemporary discourse on Indian intellectual traditions tends to over-emphasize spirituality and underplays the rich analytical and scientific heritage of India."— A. Sen, 2005, p. 29)*[২৩]। এতে IKS-এর একটি অপর্যাপ্ত ছবি তৈরি হয়। তথ্য বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়—IKS-এর epistemic rigor (প্রমাণতত্ত্ব, বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি) যথেষ্ট আলোচনা পায় না *("Modern accounts often neglect the sophisticated epistemological theories of classical Indian philosophers, reducing Indian thought to cultural identity or spiritual intuition."— J. Ganeri, 2001, p. 7)*[২৪]।

উপনিষদ ও শাস্ত্রীয় দর্শনের metaphysical গভীরতা প্রায়শই একমাত্র আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়। IKS-কে কখনো কখনো সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যা এর দার্শনিক আন্তঃশাস্ত্রীয় পরিচয়কে সীমাবদ্ধ করে। এই অনুসন্ধান থেকে একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আধুনিক IKS চর্চা প্রাচীন দার্শনিক কাঠামোর যথাযথ গভীর বিশ্লেষণকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। গবেষণাপত্রে উত্থাপিত প্রশ্নগুলির আলোকে আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা বৈদিক সত্য অনুসন্ধান, উপনিষদীয় তত্ত্ব, এবং শাস্ত্রীয় যুক্তি-পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত একটি সম্পূর্ণ দার্শনিক চিত্র। IKS কোনো একক শাস্ত্র বা ধর্মীয় মতবাদ নয়; বরং একটি অন্তর্দৃষ্টি-সমন্বিত, যুক্তিনির্ভর, নৈতিকতাবদ্ধ ও চেতনা-কেন্দ্রিক জ্ঞানদর্শন, যা মানবজীবনের সামগ্রিক বিকাশকে লক্ষ্য করে।

Conclusion (উপসংহার):

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি একটি বহুস্তরযুক্ত, বহুমাত্রিক ও দীর্ঘ ঐতিহ্যের ফসল। এই গবেষণাপত্রে ঋগ্বেদ ও উপনিষদ থেকে শুরু করে শাস্ত্রীয় দর্শন এবং আধুনিক পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা পর্যন্ত জ্ঞানচিন্তার ধারাবাহিক বিকাশ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা মূলত তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত—**ঋত-সত্য-ধর্মের বিশ্বনৈতিক আদর্শ**, **ব্রহ্ম-আত্মার পরমসত্তা-সংক্রান্ত চেতনতত্ত্ব**, এবং **প্রমাণ-নির্ভর জ্ঞানতত্ত্ব**। এই তিনটি স্তম্ভই প্রাচীন ভারতের দার্শনিক অনুসন্ধানকে একদিকে আধ্যাত্মিক-নৈতিক গভীরতা দিয়েছে, অন্যদিকে জ্ঞানতত্ত্বকে করেছে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য।

বৈদিক যুগের 'ঋত' ধারণা শুধু বিশ্বব্যবস্থার নিয়মই নয়, মানবজীবনের নৈতিকতার ভিত্তিও স্থাপন করেছে। 'সত্য' ও 'ব্রহ্ম'-এর অনুসন্ধান পরবর্তী উপনিষদীয় দর্শনে পরিণত হয়েছে আত্মজ্ঞানের দার্শনিক অনুসন্ধানে। এই মূল ধারণাগুলিই পরবর্তীকালে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব, যোগের চিত্তবৃত্তি-নিরোধ, ন্যায়-বৈশেষিকের প্রমাণতত্ত্ব, মীমাংসার কর্মবাদ এবং বেদান্তের ব্রহ্ম-আত্মা-অদ্বৈত ভাবনার ভিত্তিতে যুক্ত হয়েছে এক সমন্বিত জ্ঞানচিন্তায়। ফলে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা কখনো বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত বা একমাত্রিক ছিল না; বরং এটি ছিল গভীর দার্শনিক প্রশ্নচিহ্ন, যুক্তিবোধ ও নৈতিকতার সমন্বিত অনুসন্ধান।

আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যায়—রাধাকৃষ্ণন, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, হিরিয়ান্না প্রমুখ পণ্ডিতেরা প্রাচীন জ্ঞানব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ভারতীয় দর্শনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো **সমগ্রতাবাদ**, **মূল্যনির্ভরতা**, এবং **চেতনা-কেন্দ্রিকতা**। আধুনিক সমাজ-শিক্ষা-নৈতিকতা-মনোবিজ্ঞানের মতো ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ স্বীকৃত হচ্ছে। বর্তমান IKS-এর কাঠামোতে প্রাচীন জ্ঞানকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীন ধারণার সারমর্ম যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়নি—যা গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শূন্যস্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই গবেষণার আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি কেবল প্রাচীন চিন্তাধারা নয়, বরং এক ধারাবাহিক, অনবরত বিবর্তিত এবং আজও প্রাসঙ্গিক বৌদ্ধিক ঐতিহ্য। জ্ঞান-সত্য-চেতনা-নৈতিকতা-জগত-ব্যক্তি—এসব বিষয়ে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আজকের বৈশ্বিক জ্ঞানচর্চায় নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। তাই বলা যায়, ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার

দার্শনিক ভিত্তি শুধু অতীতের ঐতিহ্য নয়, ভবিষ্যতের জ্ঞানসম্ভারেরও এক গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ।

তথ্যসূত্র

১। Radhakrishnan, S. (1927). *Indian philosophy* (Vol. 1). Oxford University Press, p. 18-21

২। Dasgupta, S. N. (1975). *A history of Indian philosophy* (Vol. 1). Motilal Banarsidass, p. 4-6

৩। Hiriyanna, M. (1993). *Outlines of Indian philosophy.* Motilal Banarsidass, p. 16-19

৪। Hiriyanna, M. (1993). *Outlines of Indian philosophy.* Motilal Banarsidass, p. 18-21

৫। Radhakrishnan, S. (1927). *Indian philosophy* (Vol. 1). Oxford University Press, p. 71

৬। Radhakrishnan, S. (1927). *Indian philosophy* (Vol. 1). Oxford University Press, p. 153

৭। Dasgupta, S. N. (1975). *A history of Indian philosophy* (Vol. 1). Motilal Banarsidass, p. 18

৮। Dasgupta, S. N. (1975). *A history of Indian philosophy* (Vol. 1). Motilal Banarsidass, p. 56

৯। Matilal, B. K. (1989). *Logic, ethics and epics: The morality of the Mahābhārata.* Oxford University Press. p. 17

১০। Matilal, B. K. (1986). *Perception: An essay on classical Indian theories of knowledge.* Oxford University Press. p. 3

১১। Matilal, B. K. (1986). *Perception: An essay on classical Indian theories of knowledge.* Oxford University Press. p. xi Preface

১২। AICTE. (2020). *Indian Knowledge Systems (IKS) Cell: Vision Document.* All India Council for Technical Education. P. 5

১৩। Radhakrishnan, S. (1927). *Indian philosophy* (Vol. 1). Oxford University Press, p. 117

১৪। Potter, K. H. (1995). *Encyclopedia of Indian philosophies* (Vol. 2). Motilal Banarsidass. p. 64

১৫। Hiriyanna, M. (1993). *Outlines of Indian philosophy.* Motilal Banarsidass. p. 212

১৬। Radhakrishnan, S. (1927). *Indian philosophy* (Vol. 1). Oxford University Press. p. 370

১৭। Jha, G. (1983). *Purva-Mimamsa in its sources.* Bharatiya Vidya Prakashan. p. 21

১৮। Radhakrishnan, S. (1927). *Indian philosophy* (Vol. 1). Oxford University Press. p. 428

১৯। Radhakrishnan, S. (1927). *Indian philosophy* (Vol. 1). Oxford University Press. p. 150

২০। Hiriyanna, M. (1993). *Outlines of Indian philosophy.* Motilal Banarsidass, p. 296

২১। Dasgupta, S. N. (1975). *A history of Indian philosophy* (Vol. 1). Motilal Banarsidass, p. 228

২২। Potter, K. H. (1995). *Encyclopedia of Indian philosophies* (Vol. 2). Motilal Banarsidass. p. 12

২৩। Sen, A. (2005). *The argumentative Indian: Writings on Indian history, culture and identity.* Picador. p. 29

২৪। Ganeri, J. (2001). *Philosophy in classical India: The proper work of reason.* Routledge. p. 7